করোনায় একদিনে আরও ৩৭ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৩৪৬২

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৫৮২ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৪৬২ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ২২ হাজার হাজার ৬৬০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৩১ জন এবং মোট সুস্থ ৪৯ হাজার ৬৬৬ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

দুঃসংবাদ, দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হতে পারেন করোনাজয়ীরা!

করোনাজয়ীদের অ্যান্টিবডির আয়ু মাত্র ২ থেকে ৩ মাস। উপসর্গহীন রোগীদের ক্ষেত্রে তা আরও কম। তাই একবার করোনা হয়েছে বলে আর হবে না, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হতে পারেন করোনাজয়ীরা। এমন দাবি করেছেন একদল চীনা গবেষক।

চীনের একদল গবেষক দেশটির বিভিন্ন বয়সী ৩৭ জন করোনাজয়ীর আইজিজি অ্যান্টিবডি নিয়ে গবেষণা চালান। এতে দেখা যায়, করোনাভাইরাসের

বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডির স্থায়িত্ব মাত্র ২ থেকে ৩ মাস। এই সময়ের পর অ্যান্টিবডির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আর থাকছে না। ফলে, নতুন করে আক্রান্ত হতে পারেন করোনাজয়ীরা।

গবেষকদের দাবি সার্স ও মার্সের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডির আয়ু এক বছরের বেশি ছিল। তুলনায় কোভিড-নাইনন্টিন আক্রান্তদের অ্যান্টিবডির মেয়াদ অনেক কম।

হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর ওই ৩৭ করোনাজয়ীকে আরও ৮ সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ করেন গবেষকরা। দেখা যায়, ৮১ শতাংশ উপসর্গহীন করোনা আক্রান্তের অ্যান্টিবডির প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। বিপরীতে লক্ষণযুক্ত মাত্র ৬২ শতাংশের অ্যান্টিবডির প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু উপসর্গহীন রোগীর অ্যান্টিবডি কেন কম-তার ব্যাখ্যা দেননি গবেষকরা।

এদিকে, ‘ন্যাচার মেডিসিন’ জার্নালে সদ্য প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অন্য বিজ্ঞানীরা। কারণ মাত্র ৩৭ জন রোগীর আইজিজি অ্যান্টিবডি নিয়ে পরীক্ষাটি চালানো হয়। পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এ গবেষণার ফলাফল অন্য অঞ্চলের চেয়ে ভিন্ন হতেও পারে বলে মনে করেন তারা। সূত্র-যুগান্তর

এ বছর হজ হবে সীমিত: সৌদি

২০২০ সালের হজ হবে সৌদি আরবে অবস্থানকারী বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সমন্বয়ে সীমিত পরিসরে।

সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে বহির্বিশ্ব থেকে কারও আসার অনুমতি থাকছে না।

সৌদি আরবে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের সীমিতসংখ্যক মানুষ নিয়েই এবারের হজ অনুষ্ঠিত হবে। করোনাভাইরাস মহামারীর অব্যাহত ঝুঁকির কারণেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

২২ জুন সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এতে বলা হয়েছে– মহামারী করোনার ঝুঁকি থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য সব ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং সামাজিক দূরত্বের প্রটোকল ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে হজ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সেই হিসাবে বলতে গেলে এবার আন্তর্জাতিকভাবে হজ পালন করা হচ্ছে না। শুধু সৌদিতে অবস্থানরত সৌদি নাগরিক ও বিভিন্ন দেশের মানুষ নানা শর্তসাপেক্ষে হজের অনুমতি পাবেন।
সূত্র-যুগান্তর

আরেক মীরজাফর মোশতাক ও জিয়ার চক্রান্তে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়: প্রধানমন্ত্রী

স্বাধীনতা-উত্তর দেশকে সমৃদ্ধির সোপানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য জাতির পিতা রাষ্ট্র পরিচালনার যখন দায়িত্ব পেলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ দেশটিকে যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় সেই আরেক মীরজাফর মোশতাক ও জিয়ার চক্রান্তে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়ে গেল।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেয়া এক বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় সংসদের সভাপতিত্ব করছিলেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেয়া বক্তব্যে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সংগ্রামের বর্ণনা দিয়ে দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের এই ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে যে অর্জন সেটি হচ্ছে-বাংলাদেশের স্বাধীনতা। জাতি স্বাধীন হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাওয়া।

জাতীয় জীবনে আওয়ামী লীগের অবদান ও ত্যাগের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানুষের জন্য কথা বলে গেছে, মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেছে এবং মানুষের জন্য কাজ করছে।

ভবিষ্যতেও মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, আজকের এই দিনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমাদের প্রতিজ্ঞা– এ দেশকে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবেই গড়ে তুলব। জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ করব। মানুষের কল্যাণে আমরা কাজ করে যাব। আজকের দিনে জাতির পিতার কাছে এটিই আমাদের অঙ্গীকার।

তিনি বলেন, জাতির পিতা শারীরিকভাবে আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার যে আকাঙ্ক্ষা, তা আমাদের পূরণ করতে হবে। তার অস্তিত্ব আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আছে। একসময় তাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মুছে ফেলা যায়নি। সত্যকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যায় না।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে মানুষের জন্য কাজ করে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, একমাত্র আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় এসেছে, বাংলাদেশের মানুষ কিছু পেয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

সাত দশক ধরে আ’লীগ সংকটে মানুষের পাশে: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দেশের যে কোনো সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য। গত সাত দশক ধরে আওয়ামী লীগ সংকটে মানুষের পাশে থেকে এ আস্থা অর্জন করেছে।

তিনি মঙ্গলবার সকালে আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও দলের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে

নিজের সরকারি বাসভবন থেকে ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এখন অধিকতর সংগঠিত-শক্তিশালী উল্লেখ করে দলটির সাধারণ সম্পাদক বলেন, কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত দলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নেতাকর্মীরা নিবেদিত প্রাণ, সজাগ এবং দলের ইশতেহার বাস্তবায়নে সুশৃঙ্খল কর্মীরা প্রতিশ্রুতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা ধারণ করে আওয়ামী লীগ মুজিবাদর্শের প্রতিটি সৈনিক দেশ ও জাতির কল্যাণে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ ঐক্যবদ্ধ।

ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে এবং স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিশ্বদরবারে পরিচিত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে এবং পূর্ব পুরুষের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে সম্মিলিত সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে।

মাতৃভূমিকে আগামী প্রজন্মের উপযোগী করে গড়ে তোলারও অঙ্গীকার করেন তিনি।

ওবায়দুল কাদের বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে মূলোৎপাটন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণই হবে আমাদের অঙ্গীকার।

‘বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্নই আজ বাস্তবায়িত করে যাচ্ছেন তারই সুযোগ কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা নিছক কোনো প্রধানমন্ত্রী নন, তার লক্ষ্য পরবর্তী নির্বাচন নয়, তার ভাবনায় শুধুই পরবর্তী প্রজন্ম।’ সুত্র-যুগান্তর

হজ নিবন্ধনকারীরা টাকা তুলে

নিতে পারবেন

করোনাভাইরাস সংকটের কারণে এবার সীমিত পরিসরে হজ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব। সৌদিতে অবস্থানকারী ছাড়া কেউ এবার হজ করতে পারবেন না। এ ঘোষণার পর চিন্তায় পড়েছেন বাংলাদেশ থেকে হজে যাওয়ার উদ্দেশে নিবন্ধন করা ৬৫ হাজার মুসল্লি। তবে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সচিব নুরুল ইসলাম জানিয়েছেন, এতে চিন্তার কোনো কারণ নেই। নিবন্ধনকৃতরা চাইলে কোনো ধরনের হয়রানি ছাড়াই তাদের টাকা তুলে নিতে পারবেন।

মঙ্গলবার দুপুরে টেলিফোনে তিনি যুগান্তরকে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, যারা টাকা তুলবেন না, তারা আগামী বছর হজে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। যারা চাইবেন তারা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নিতে পারবেন।
ধর্মসচিব বলেন, টাকা ফেরত নিয়ে কোনো হয়রানির সুযোগ নেই। টাকা উত্তোলনে কারও সমস্যা যাতে না হয়, সে বিষয়টি বিশেষভাবে নজরে রাখবে ধর্ম মন্ত্রণালয়। যে কেউ না যেতে চাইলে টাকা ফেরত পাবেন। ব্যাংকে টাকা সঠিকভাবে গচ্ছিত আছে, হজে যেতে ইচ্ছুকদেরও ভয় নেই। তারা আগামী বছর অগ্রাধিকার পাবেন।

ধর্মসচিব জানান, এ বিষয়ে করণীয় ঠিক করতে আগামীকাল বুধবার দুপুর ১২টায় আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হবে কীভাবে টাকা ফেরত দেয়া হবে।

সোমবার সৌদির হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী জানান, করোনা মহামারীর কারণে এবারের বছর বৃহৎ পরিসরে হজ আয়োজন হবে না। শুধু সৌদি আরবে বসবাসকারীরাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে হজে অংশ নিতে পারবেন।

প্রতি বছর কোরবানির ঈদের সময় ২৫ লাখ মুসলমানের অংশগ্রহণে সৌদি আরবে পালিত হয় ইসলাম ধর্মের অন্যতম ‘ফরজ’ হজ।
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে করোনাভাইরাস আক্রান্তে অন্যতম সৌদি আরব। এখন পর্যন্ত মোট সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৬১ হাজারের বেশি। প্রাণ গেছে ১ হাজার ৩০৭ জনের।

গত বছর মক্কা-মদিনায় হজ পালনের উদ্দেশে সারা বিশ্ব থেকে প্রায় ২৫ লাখ মানুষ সৌদি আরবে যান। ধর্মীয় এই সমাগম দেশটির আয়ের অন্যতম উৎস হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

এবার বাংলাদেশ থেকে ৬৫ হাজার ৫৯৪ জন হজে যেতে আগ্রহী ছিলেন। সৌদি সরকারের এই সিদ্ধান্তের কারণে তাদের হজে যাওয়া হচ্ছে না। সুত্র-যুগান্তর

করোনা কেড়ে নিল আরও ৪৩ প্রাণ, শনাক্ত ৩৪১২

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৫৪৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৪১২ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ১৯ হাজার হাজার ১৯৮ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮৮০ জন এবং মোট সুস্থ ৪৭ হাজার ৬৩৫ জন।

মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৫৬৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৬ হাজার ২৯২টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৪১২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ১৯ হাজার হাজার ১৮৯ জন। শনাক্তের হার ২০ দশমিক ৯৪ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৮ জন ও নারী ৫ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৫৪৫ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮৮০ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৪৭ হাজার ৬৩৫ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৩৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩০ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ১১-২০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১৮

জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৫ জন এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ২ জন মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রামে ১৫ জন, রাজশাহীতে ৬ জন, খুলনায় ২ জন, ময়মনসিংহে ২ জন, বরিশালে ও সিলেটে একজন করে মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩০ জন ও বাড়িতে ১২ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

করোনায় আক্রান্ত বাড়লে আরও ২ হাজার চিকিৎসক নিয়োগ

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন,‘করোনায় আক্রান্তের হার এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে আরো দুই হাজার নতুন চিকিৎসক নিয়োগ দেয়া হবে। পাশাপাশি মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের কাজও বর্তমানে চলমান রয়েছে। করোনা পরিস্থিতি আগামীতে যেরকম হবে সরকার সেভাবেই বুঝেশোনে পদক্ষেপ নেবে।’

সোমবার সকালে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে চীন থেকে আগত ১০ জন প্রতিনিধিকে বিদায় জানাতে এসে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে অংশ নেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

তিনি বলেন, করোনায় যে হারে প্রতিদিন রোগী বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মানুষ অধিক সচেতন না হলে সব হাসপাতাল করোনা রোগীতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এ কারণে করোনা মোকাবেলায় দেশের মানুষকে আরো বেশি স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে।

করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্যখাতে বাজেট আরো বাড়ানো প্রয়োজন বলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে চায়না রাষ্ট্রদূত ঝ্যাং জুয়ো ভ্যাকসিন আবিষ্কার হলে তা সবার আগে বাংলাদেশ পাবে বলে নিশ্চিত করে বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বক্তব্য রাখেন। এসময় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চীন থেকে আগত প্রতিনিধিরা ছাড়াও স্বাস্থ্যখাতের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘চীন করোনা ভ্যাক্সিন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কাজে অগ্রগতিও অনেক। এই ভ্যাক্সিন আবিষ্কার হলে সবার আগে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে পাঠাবে বলে চীন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।চীনের আক্রান্ত সময়ে বাংলাদেশ যেভাবে পাশে ছিল চীন সরকার সেই উদারতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জন্য সবার আগে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে।’

প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফর নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কোভিড প্রতিরোধে বাংলাদেশের কাজে চীনা দল সন্তুষ্ট হয়েছে, তবে কোভিড মোকাবেলায় আরও কিছু জায়গায় উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে বলেও প্রতিনিধি দল সরকারকে জানিয়েছেন। আমরাও সামনের দিনগুলোতে চিহ্নিত জায়গাগুলো নিয়ে আরো কাজ করবো।’

করোনা পরীক্ষার জন্য কিট প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘চাহিদা অনুযায়ী পরিমাণে কিট পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ বর্তমান বিশ্বের সব দেশেই কিটের চাহিদা রয়েছে। তবে যা মজুদ আছে তাতে ঘাটতি হওয়ার কথা না। কোনো কারণে সংকট তৈরি হলেও তা খুব দ্রুতই মেটানোর ব্যবস্থা সরকারের হাতে নেয়া রয়েছে। কাজেই কিট নিয়ে এই মুহূর্তে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।’ সূত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসের মতো সরকার জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে: রিজভী

করোনাভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সোমবার নয়াপল্টনে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, সরকার চলছে হুকুমবাদের মনোভাব ও বাধ্যকরণের নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তাদের আর একটি প্রধান নীতি হচ্ছে জনগণকে বশ মানাতে বলপ্রয়োগ করা। সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে গ্রামে গ্রামে নীরবে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশই এখন কোভিড-১৯ ভাইরাসের দখলে। ঢাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক।

করোনার অভিঘাতে দেশব্যাপী প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। অর্থনীতির চাকা স্তিমিত, আমদানীর পাশাপাশি রফতানী আরও আশঙ্কাজনক হারে কমছে, ধসে গেছে রেমিটেন্স। করোনার কারণে চাহিদা ও ভোগ হ্রাস পাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার দশা। এর ওপর ফ্যাসিবাদের অবয়ব চূড়ান্ত রুপ ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, সরকার তাদের সৃষ্ট শূন্যভান্ডার পূরণ করতে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের মানুষের গলায় ছুরি বসিয়ে টাকা আদায় করছে। করোনা মহামারীর এই প্রলয়ংকারী দুর্যোগের সময় সুষ্ঠু ভোটে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার থাকলে বিদ্যুৎ বিল মওকুফ, বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে সহায়তা করা, বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করতো।

বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, করোনা ভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে। সরকার এতোটাই নির্বিবেক ও বেপরোয়া যে, হরিলুট হওয়া সরকারী অর্থের ঘাটতি পূরণে গরীব মানুষের শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে।

এই করোনাকালে আমরা বেশ কয়েকজন মানবিক বাড়ীওয়ালা দেখেছি যারা ভাড়াটিয়াদের বাড়ীভাড়া মওকুফ করে দিয়েছেন। আবার অনেক বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদের সাথে করছে নির্দয় আচরণ। ভাড়াটিয়ারা খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছে, কখন তাদেরকে বাসা থেকে বের করে দেয়। সরকার বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে বাড়ীওয়ালারাও ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে নানাভাবে মাশুল আদায় করছে অন্যায়ভাবে। যারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতা তাদের সুদ মওকুফের ঘোষণা দেয়া হলেও নির্দয়ভাবে সুদ আদায় করা হচ্ছে।

এই সরকার দেউলিয়া হওয়া অর্থনীতি সচল রাখার জন্য স্বল্প আয়ের মানুষদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান দুর্নীতি-বান্ধব সরকার দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি, করোনার আঘাতে দেশের বেহাল দশা ও প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা ঠেকাতে ‘কোড অব সাইলেন্স’ প্রয়োগ করছে। অসহায় মানুষকে নীরবে সইতে হচ্ছে ক্ষুধা ও জুলুমের যন্ত্রণা। অসম্ভব হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন-যাপন। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

বিশ্বে একদিনে সর্বোচ্চ করোনা রোগী শনাক্তের রেকর্ড

মহামারী করোনাভাইরাসের দাপটে বিশ্ববাসী আজ কোনঠাসা। ২১৩ টি দেশ ও অঞ্চলে দাপট দেখাচ্ছে এই মারণব্যাধি। রোববারই ১ লাখ ৮৩ হাজার ২০ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। মহামারী শুরু হওয়ার পর গত ২৪ ঘণ্টায় এটাই সর্বোচ্চ শনাক্তের ঘটনা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এই তথ্য জানিয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, এদিন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতেই শনাক্ত হয়েছেন ১ লাখ ১৬ হাজার। এর মধ্যে ব্রাজিলেই

রোববার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০ হাজারের বেশি।

এর আগে ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ শনাক্ত ছিল ১৮ জুন, ১ লাখ ৮১ হাজার ২৩২ জন।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, করোনায় আক্রান্ত শনাক্তের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ব্রাজিল। সেখানে একদিনে ৫৪ হাজার ৭৭১ জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। এরপরই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে ৩৬ হাজার ৬১৭ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, সোমবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টা পর্যন্ত করোনাভাইরাসে বিশ্বে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। মারা গেছেন ৪ লাখ ৬৮ হাজারের বেশি।

তবে বিশ্বে করোনাভাইরাসে প্রকৃত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আরও অনেক বেশি বলে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।
আর করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের হিসেব রাখা আন্তর্জাতিক ওয়েবসাইট ওয়াল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, সোমাবার বেলা পৌনে ১ টা পর্যেন্ত বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৯০ লাখ ৫২ হাজার ৫৯৮ জন। আর মারা গেছেন ৪ লাখ ৭০ হাজার ৮৪৪ জন। সুস্থ হয়েছেন ৪৮ লাখ ৪২ হাজার ৩০৬ জন।

করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা প্রতিবেশী দেশ ভারতে হু হু করে বেড়েই চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রে মৃত ১ লাখ ২০ হাজারের সীমা পার করেছে বহু আগেই।
ব্রাজিল, রাশিয়া ও ভারতে যেমন আক্রান্ত বেড়ে চলেছে, ঠিক সেভাবেই দক্ষিণ আমেরিকার দেশ মেক্সিকোয় মৃতের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম দেখা দেওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। সুত্র-যুগান্তর